তিনি আদর্শ বিসর্জন দেন নি

মোঃ আয়েন উদ্দিন

মহাসচিব, মুসলিম লীগ

আমৃত্যু মুসলিম লীগের জনাব মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন একজন নীতিবান ও আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। শত প্রতিকূলতা ও প্রলোভন তাকে মুসলিম লীগের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। ১৯৫৪-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনয়ন না দেয়া সত্ত্বেও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং নির্বাচনের পরে দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি মুসলিম লীগের সংসদ নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

৫৪'-এর সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবির মাঝেও তিনি অসম সাহসিকতার সাথে মুসলিম লীগের পতাকাকে শক্ত হাতে উড্ডীন করে রেখেছিলেন। এ প্রেক্ষিত বিবেচনা করলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি শুধু নিজ দলের প্রতি চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তাই নয়, দল বদলের রাজনৈতিক ইতিহাসে নিজেকে একক এবং অন্যভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সংসদীয় রাজনীতিতে তিনি ছিলেন অন্যতম উজ্জ্বল তারকা। তার বাগ্মিতা, সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি চরম শ্রদ্ধা এবং স্বীয় বক্তব্য প্রকাশে সাবলীলতা তাকে সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসের স্মরণীয় স্থান করে দিয়েছে এবং এর ফলেই তিনি তদানিন্তন পাকিস্তান জাতীয় সংসদের স্পিকারের আসন অলংকৃত করতে পেরেছিলেন। তিনি শুধু দরাজ দিলের মানুষ ছিলেন তাই না, তিনি ছিলেন চরম রসিকও বটে।

ভারত বিভাগ আন্দোলনে তার অবদান অনস্বীকার্য। ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি মুসলিম লীগের নামে দাঁড়িয়ে একদিকে বেনিয়া ব্রিটিশ ও অন্যদিকে বাদামী সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহক ভারতীয় কংগ্রেসের অখন্ড ভারত এই অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তারই নেতৃত্বে এ দেশের অনেক স্বনামধন্য রাজনৈতিক নেতা কাজ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা এবং অসীম সাহসের অধিকারী। ১৯৭০ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে তদানিন্তন পাকিস্তানের সেনানায়ক রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান মুসলিম লীগের ফান্ড বাজেয়াপ্ত করলে তিনি তার সাথে দেখা করে তার সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। উত্তেজিত ইয়াহিয়া খান তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি প্রদান করলে তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলেন, নির্বাচন ও কারাবাস প্রকৃত রাজনীতিবিদদের নিকট অতি মামুলী ব্যাপার। সুতরাং আমাকে ভয় দেখাবেন না।

জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি সবসময় সততার সাথে পালন করেছেন। রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের অনুপস্থিতিতে তিনি যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি কয়দিন রাষ্ট্রপতির পালন করেন সে সময় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করেন। সাবেক পাকিস্তানের ইতিহাসে একমাত্র তিনি ভারপ্রাপ্ত হিসেবে গভর্ণরস কাউন্সিল অধিবেশন ঢাকার বুকে আহবান করেন এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

শিক্ষার প্রতি তার অনুরাগ ছিল স্বভাবজাত। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসা সম্ভব। একটি শিক্ষিক জাতি কেবলমাত্র স্বগর্বে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারে এ কথা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। চট্টগ্রামের জন্য তার অবদান অপরিসীম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তার প্রত্যক্ষ আদেশে ও অভিভাবকত্বে স্থাপন করা হয়। এছাড়া, চট্টগ্রামের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি উন্নয়নেও তার অবদান অনস্বীকার্য। তার এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তার মতাদর্শের বিরোধী ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবুল ফজল একথা স্বীকার করেছেন যে, তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের সত্যিকার অর্থে কৃতি সন্তান। ফজলুল কাদের চৌধুরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জনাব মরহুম আবুল ফজল সাহেব, যার যা প্রাপ্য শীর্ষক এক প্রবন্ধে তার যে স্মৃতিচার করেছেন তা আজ ইতিহাসের অংশ এবং তিনি সন্দেহাতীতভাবে মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর বীরত্ব ও মহত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে তাকে বীর চট্টলার শের হিসেবে অভিহিত মোটেই অত্যুক্তি হবে না।

চরম দুর্দিনেও তিনি আত্মবিশ্বাস হারান নি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যখন বিভিন্ন ডানপন্থী দলের হাজারো কর্মীকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেন্ট্রাল কারাগারে প্রেরণ করা হলো তখন প্রায় সকল জাতীয় নেতা চরম হতাশায় ভুগছিলেন। বিচারের নামে প্রহসন করে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে এ ভয়ে অনেক জাতীয় নেতাই ভীতব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বসধর্মী চরিত্রের অধিকারী ফজলুল কাদের চৌধুরী সারা জেলখানা ঘুরে সবাইকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন এই বলে যে, রাজনৈতিক জেল, রাজনীতিবিদদের জন্য ফুলের মালা। সে সময় যখন তার জনৈক আত্মীয় জেল গেটে তার সাথে দেখা করতে আসলে তাকে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রশস্ত জেল গেটের একাংশ কেটে মানুষ যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে সেখান দিয়ে তাকে জেল গেটে ঢুকবার অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু তিনি এই বলে অস্বীকার করেন যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আমি কোনদিন কারো কাছে মাথানত করিনি। সুতরাং যে জেলগেট দিয়ে প্রবেশ করতে মাথানত করতে হবে সেখান দিয়ে আমি দেখা করতে পারবো না।

■ ■